অন্ধ প্রেম ও বাউলগান

লক্ষ্মণবাউলের ঊর্ধ্ববাহু নাচ এবং দোতারাতে
যখনই টংকার দিয়ে বাজছিল সুর, তখনই—
তখনই তোমার চোখের চুম্বকে আমি ইস্পাত স্থির।
পারিপার্শ্বিকে তখন তুমুল নেশার স্রোত
মাঠের এ দিগন্ত থেকে ও দিগন্তে বহমান।
হাঁড়িয়া মাদল যুগপৎ চমকাচ্ছিল বাজার,
কোমরে হাত কালো মেয়েদের তেলপিছল বিভঙ্গে
তোমার চোখও ঘুরে বেড়াচ্ছিল আগেই দেখেছি।
মেঠো আলো থেবড়ে বসে একপাল বিদেশিনি
গাঁজা খাচ্ছিল, মাঝে মাঝে তাদেরও দেখছিলে।
লক্ষ্ণণ বাউল ক্রমান্বয়ে উঁচু করে চলেছিল সুর
আর ঘুঙুরপায়ে তেলরঙা ছবির কৃষ্ণকলিরা সব
পাছা দোলাচ্ছিল আর এলোহাস্যে গড়িয়ে পড়ছিল।
জিন্‌সের পা গুটিয়ে মাথায় চাদর জড়িয়ে সামনে গিয়ে বসি,
বড়ো পাত্তি ফেলতেই লক্ষ্মণের সুরে উদারা মুদারার
দ্রুত ওঠানামা, মেয়েগুলোও ছেনালি ভুলে
মন লাগাল নাচে, মাদলও উদ্দাম।
চারপাশ ঘিরে আবছায়া নেমে আসছিল মাঠ ভরে,
শীত ঝেঁপে আসছিল শাল চাদর ও টুপি ছাপিয়ে।
সুরে ছন্দে মাখামাখি হয়ে বেশ মগ্ন ছিলাম—
জানি না কখন কাছে এসে বসলে, কুর্তার ওপর জ্যাকেট
আকাশনীল রং, প্রথম এসেই নজর টেনেছিল।
ঘাড় ফেরাতেই চোখাচোখি, ব্যাস্, লক্ষ্মণ তখন গাইছিল
‘আমার হৃদমাঝারে পদ্ম ছিল, চুরি কইর‍্যা নিল’।
বার কয়েক তাকাতেই বুঝলাম ছেলেধরা তুমি—
ঝাঁপিতে লুকিয়ে রেখেছ সাপ তিনরঙা,
একরঙে বিষ ঢালে, আরেকটা তীব্র চেরা জিভ,
তৃতীয়টা সম্মোহন, যে নীল সম্মোহনে আমি বশ।
ক্রমশ ঘন হয়ে আসা সন্ধ্যায় কুপির আলোয়
বাউল বাওরা তখন ঘন ঘন পাক মারে বৈতালিক পোজে,
তুঙ্গে উঠেছে তাল, নেশাতেও চড়েছে ধুম—
চোখের আঁকশিতে টেনে বারবার তুমিও বাধ্য করো
চোরাচাহনিতে— পুরুষ কটাক্ষে বুঝি মদিরতা বেশি!
সন্ধ্যা তখন ঘনতর রাতে মিশব মিশব,
একটার পর একটা গান, মদ ও মাদল, শুখা নেশাতেও
জোর টান মেরে বুঁদ পুরুষ ও নারীরা সব।
আমি সম্মোহিত সুরে এবং সাপের জিভে,
বাউল তখন আবার ধরে অবধারিত শেষ গান—
‘আমার নয়নমণি হরণ কইর‍্যা অন্ধ কইর‍্যা দিল’।

স্বাতী চট্টোপাধ্যায়

একুশের একপ্রান্তে

তুমি কোনওদিন আমার প্রেমিকা ছিলে

এই দেশ, মাটি, ধানখেত, সূর্যাস্ত
মিলে-মিশে থাকা শ্লীল আর অশ্লীলে
নারী ও পুরুষ বেঁচে নিতে ভালোবাসত

বেঁচে নিয়েছিল অরণ্যে, জনপদে
সেই ইতিহাস প্রবাদ, কিংবদন্তি
প্রাণ ছিল হাতে, নেশা ছিল ধেনোমদে
তুমি কামনায় হয়েছিলে মধুমন্তী

আমাদের ছিল দুলে - বাগ্‌দীর ঘর
ছিলাম চাঁড়াল, কেবট্ট, রায়বেঁশে
শুনেছি তখন শ্রীমন্ত সদাগর
সপ্তডিঙায় যাচ্ছেন দূরদেশে

শোনো, আমাদের বিশে ডাকাতের বংশ
টাঙি চালাতাম— খেলে যেত বিদ্যুৎ
চাউনি কখনও উচ্ছিষ্টের অংশ
সাম্‌নে দাঁড়ালে — সাক্ষাৎ যমদূত

শোনো, আমাদের বাঘা লেঠেলের বংশ
লাঠি ঘোরাতাম— খেলে যেত বিদ্যুৎ
আমরা দেখেছি বল্লালীদের ধ্বংস
আমরা দেখেছি বখ্‌তিয়ারের ভূত

কৌলীন্যের ছায়া থেকে বহু দূরে
তুমি ছিলে কোন-ও প্রকৃত কৌম-নারী
তোমার মাহুত মরেছে হাতির শুঁড়ে
তোমার ধানুকি ফস্‌কেছে চাঁদমারি

আমরা মিলেছি বাঁশবনে, কলাবনে
কোনারকে যত মিথুনের সাতকাহন
তার চেয়ে বেশি ছিলাম শরীরে - মনে
সেরকম কাম জানত না বাৎস্যায়ন

সেরকম প্রেম ভুলেছে বাংলাদেশে-ও
আমি জানি। তুমি জানতে, জানতে, জানতে...
বলো, মনে নেই? তবে এসো, ফিরে এসো

দাঁড়িয়ে রয়েছি একুশের একপ্রান্তে।

সৈকত চক্রবর্তী

ক্যাথিকে লিখেছি

ক্যাথি আমাকে লিখেছে—
বাজেট কমিয়ে দিয়েছে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়;
তার পেনসন থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে
একলক্ষ বিশ হাজার ডলার;
আর তার স্বামী বেচারার আরো বেশি;
তার দাদা হেয়ারিং এইড হারিয়ে দিশেহারা—
কিনে না দিতে পারার যন্ত্রণা ক্যাথিকে কুরেকুরে খাচ্ছে;

ক্যাথি আমাকে লিখেছে—
বাড়ি গাড়ি তেল - গ্যাল তো আছেই—
কর্নফ্লেক্স রুটি জেলি দুধ - কলা আর মাছ মাংসে আগুন;
এমনকি তেল-নুন আদা - রসুনের দামও বেড়েছে দেড়গুণ;
ওয়াল স্ট্রিটের মস্তিষ্কে ভীষণ রক্তক্ষরণ চলছে;
ফোর্ড কোম্পানির মুখ থুবড়ে পড়েছে;
ওয়ালমার্টের কলেজ পড়ুয়া কাঁচা - কাঁচা ছেলে - মেয়েদের
ছাঁটাই চলছে হরদম;
বান্ধবীকে ছেড়ে লাপাত্তা বেকার বয়ফ্রেন্ড;
ঋণের প্রচণ্ড চাপে হাঁসফাঁস করছে সুন্দর বাড়িগুলো;
রাস্তায় ঘুমানো নারী - পুরুষের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন;
লস-এঞ্জেলসে পাঁচজন গৃহহীন মানুষকে খুন করে
কারা যেন ফেলে রেখেছে পথের পাশে;
কেউ কেউ প্রিয় কুকুর গোপনে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে পার্কে;
সাত লক্ষ শিশু ক্ষুধায় কেঁদেছে সারাটা বছর
সামনের বড়োদিনে বাচ্চাদের নতুন জামার বায়না মেটাতে
হিমশিম খাচ্ছে মা-বাবা'রা;
চুমুতে উষ্ণতা হারিয়ে ফেলেছে
লাসভেগাসের আলোঝলমলে আনন্দপল্লির
উদ্ধত স্তনের উর্বশীরা!

ক্যাথি আরও লিখেছে—
বুশ তার রক্তমাখা মুখ লুকিয়েছে কাছিমের মতো
ওবামা বদলে দিতে চায়
আর পেলিনের রূপচর্চার খরচ চার লক্ষ...

ক্যাথিকে লিখেছি—
আমি বাংলাদেশের কবি
এই সব নিত্য দুঃখ - কষ্টে আমাদের চোখ মুখ ঠোঁট বিষজর্জরিত, নীল;
তবু, আলাস্কা সুন্দরী পেলিনের তীক্ষ্ণ ঠোঁটে
একটা মধুর চুমু ছাড়া আমি কিছুই ভাবতে পারছি না...

মুহাম্মদ সামাদ

উড়ান

দেখি আর উপচে পড়ি
কত লোক নাচছে সুখে,
আমাকে কেউ ধরেনি
দাউদাউ জ্বলে বুকে, আমার মুখে।

মেঘে মেঘে তাতেও আগুন
যেন কী ক্ষিদের জ্বালা,
হু হু হু উড়েই গেল
কুঁড়ে ঘর ছোট্ট চালা, যূথীর মালা।

চাঁদে কী মিষ্টি হাসি
কেউবা বারণ শোনে?
তোমাকে দেখতে পেলে
যা হবার হবেই মনে, ঈশান কোণে।

যে মরে মরুক পচে
আমি কি পাগল নাকি?
তবুও নিঝুম রাতে
একাকী থমকে থাকি, কোথায় রাখি!

যেখানে থাকার থাকো
উড়তে পারলে ওড়ো,
এটা খুব সহজ কথা
যদি চাও নিজেই পোড়ো, পারলে ওড়ো।

হাসি পায়, হাসুক লোকে
আকাশের আলোর মতো,
থাকলে ভালোই লাগে
গেলে কি মন্দ হ'ত? আমার মতো?

আমাকে কেউ বলেনি
পড়েছি নিজের জালে,
তাতে বেশ ভালোই থাকি
পাখিরা গাছের ডালে, নিজের তালে।

বীথি চট্টোপাধ্যায়

অতঃপর

বালির বুকে আছড়ে পড়া ঢেউ
ভাঙতে থাকে সাজিয়ে তোলা ঘর,
আমার কাছে থাকুক নীরবতা—
বলার পালা তোমার অতঃপর।

ঠোঁটের কাছে আধোদ্যত ঠোঁট
হাতের রেখায় বিপথগামী সুখ
একটা দুপুর অন্যরকম হাওয়া
শরীরী প্রেম — বলেছে দুর্মুখ।

প্রেমের গাছে অশরীরীর ট্যাগ
বাঁচিয়ে রাখে গেরস্থালী ঘর।
আমার কাছে থাকুক নীরবতা,
বলার পালা তোমার অতঃপর।

পৌষালী সেনগুপ্ত

বুকের গহন গভীরে

অদ্ভুত গান এক জেগে থাকে বুকের ভিতর অন্ধকারে। নাগরিক মানবী আমি,
ব্যস্ত থাকি, ত্রস্ত থাকি জীবন ব্যাপারে, তবু রক্তের গভীর চোরাটানে গ্রামখানি
জেগে ওঠে গূঢ় গানে গানে! আশ্চর্য নবীন শ্যামল এক নিচু স্বরে ডাকে,
নাগরিক সুসভ্যতা বন্দি করে কাকে? প্রাণের অতল তলে ছলাৎ জলের
কোলে গ্রাম জেগে থাকে। যতই সুসভ্য হই, যত হই সপ্রতিভ আলো, প্রাণের
ভিতরে দোলে ছায়া কালো কালো। চেনা গ্রাম, প্রান্ত গ্রাম দশ হাতে ডাকে,
স্বপ্নের গভীরে গিয়ে দোলা দেয় কাকে? গ্রাম জেগে আছে জানি, নদীতীরখানি,
নৌকো ভিড়েছে তীরে তীরে , রক্তের ভিতরে নিয়ে নীড়ে বেজে ওঠে চেনা গ্রাম।
জল-ছবিখানি; নাগরিক বুকের ভিতরে জানি জেগে থাকে অবোধ অবুঝ এক স্বপ্নমাখা
গ্রাম, চেনা গ্রাম, অচেনার তীর থেকে করেছি প্রণাম। নদীনালা, ডিঙি নৌকো,
শস্য পাকার গূঢ় গান,—প্রাণের ভিতরে আছে চোরাগোপ্তা টান। যতই ব্যস্ত
হও প্রাজ্ঞ নাগরিক, তোমার ভিতর দিকে জেগে আছে ঠিক, হাজা মজা
নদীখানি, ডিঙি নৌকোগুলো, প্রাণের ভিতর দিকে উড়ে যায় ধুলো, ধুলো
ওড়ে, ধুলো ওড়ে, হিম পড়ে হিম; জারুল হিজল আর সুপ্রাচীন নিম, —এরাই
ভিতর দিকে শিকড় চারায়, প্রাণের ভিতরে প্রাণ করে হায়! হায়!

কৃষ্ণা বসু

সাফল্য

সাফল্য কোথায় থাকে? খুব উঁচু কড়ি তালা ফ্ল্যাটের ওপরে?
সাফল্যের খোঁজে তুমি লিফ্‌ট দিয়ে উঠে গেছ শিখরের দিকে
ভেঙে আসা বিকেলের বারান্দায় এক ফালি আলোর আড়ালে
জেব্রা ক্রশিং পার হয়ে যাই আজো সেই ফেলে আসা পৃথিবীর থেকে

সাফল্য কোথায় থাকে? পরিযায়ী প্লেনগুলো সাফল্যের দিকে বুঝি যায়?
দূর থেকে দেখি তুমি সাফল্যে পৌঁছতে গিয়ে কীভাবে আবছা হয়ে গেছ
অতি যাপনের চিহ্ন, সাফল্যের অতিরিক্ত যেন এটুকুই ভুল করেছ সঞ্চয়
এই যে তোমাকে আমি রাস্তা পার হতে গিয়ে দেখলাম ভিড়ে
নিতান্ত কি কম কিছু?
বাড়ি ফিরে এসে তবু নিজেকে তো সফল বলেই মনে হয়

প্রবালকুমার বসু

ছন্দের বারান্দা

ছবির ক্যানভাসে এত সহজিয়া গান বেজে ওঠে
কিছুটা সরোদ কিছু বেহালার ছড়ে তীক্ষ্ণ টান
অমল আকাশ এসে এইসব দৃশ্যপট দেখে
ফুলের সাজির মতো সাজাল আলোর রেখাগুলি
সে মাহেন্দ্র মুহূর্তেই চলচ্চিত্র আর নাটকের
উজ্জ্বল সংলাপগুলি লেখা হয়ে গেল অনায়াসে
ব্যতিক্রমী অথচ সৃজনশীল সৃষ্টির উদ্ভাস

কুশীলববৃন্দ জানে দৃশ্যকাব্য অভিনীত হলে
অনন্ত বিষাদমাখা প্রেক্ষাপট থেকে অবিরাম
ঝরাবে রসের ধারা বসন্তের আমের মুকুল
বেদনা আনন্দে দীপ্ত এইসব শব্দের মহিমা
রঙে ও রেখায় ধৃত চলমান ছন্দের বন্ধন
ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হবে
এ কবিতা সে ছবির চলচ্চিত্র, নিজস্ব দর্পণ

অশোক চক্রবর্তী